দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 MAR 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাক্রমের পথিকৃৎ এমএ জব্বার

আবদুস সাত্তার মোল্লা

স্বাধীন বাংলাদেশে এপর্যন্ত তিনবার ১ম-দ্বাদশ শ্রেণির জাতীয় শিক্ষাক্রম তৈরি ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সবগুলোরই প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল জব্বার। তাই তিনি বাংলাদেশ শিক্ষাক্রমের পথিকৃৎ।

১৯৬০ সালে আবদুল জব্বার শিক্ষাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের নর্দার্ন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬১ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ইন এডুকেশন ডিগ্রি নিয়ে ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইআর)-এ প্রভাষক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) শিক্ষাবিজ্ঞানের এই উচ্চতম প্রতিষ্ঠানে জব্বার স্যার পড়াতেন শিক্ষাদর্শন, শিক্ষায় আধুনিক ধারা, মাধ্যমিক শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। কিন্তু অচিরেই পাকিস্তান সরকার তাঁকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সরকারি শিক্ষা পরামর্শক পদে নিয়োগ দেন। প্রথমে ১৯৬৩ সালে তিনি 'সহকারী পরামর্শক' (Assistant Adviser) নিযুক্ত হন; ১৯৬৮ সালে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'উপ-পরামর্শক' (Deputy Adviser) হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। ১৯৭৩ সালে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসলে বাংলাদেশ সরকারও তাঁকে শিক্ষাবিভাগের 'উপ-পরামর্শক' (Deputy Adviser) পদে নিয়োগ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৯৭৪)-এর আলোকে দেশের প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের (১ম-দ্বাদশ শ্রেণির) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হলে (১৯৭৬ সালে) জব্বার স্যার এই কমিটির দ্বিতীয় ব্যক্তি (কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রথমে অধ্যাপক শামসুল হক, পরে ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী) হিসেবে সদস্য-সচিব পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের কাজ (যার অধিকাংশ রচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর-এ বসে)-এর নেতৃত্বে থেকে সাতখণ্ডে প্রকাশিত দেশের প্রথম আবর্তনের শিক্ষাক্রম দলিল প্রস্তুতিতেও তিনি গুরুর কাজ করেন। উক্ত সাতটি খণ্ড ছিল নিম্নরূপ—১) প্রথম খণ্ড: প্রাথমিক স্তর, ২) দ্বিতীয় খণ্ড: নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর, ৩) তৃতীয় খণ্ড: মাধ্যমিক স্তর, ৪) চতুর্থ খণ্ড: উচ্চমাধ্যমিক স্তর, ৫) পঞ্চম খণ্ড: কারিগরি শিক্ষা, ৬) ষষ্ঠ খণ্ড: শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এবং ৭) সপ্তম খণ্ড: পরীক্ষা ও মূল্যায়ন।

স্বাধীন দেশের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও পরিমার্জনের জন্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান—জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (National Curriculum Development Centre-NCDC) গঠিত হলে (১৯৮১) জব্বার স্যার এনসিডিসির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। এর অবস্থান ছিল ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ডের ষষ্ঠ তলায় স্থানান্তরিত হয়। জব্বার স্যারের অফিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর থেকে এলিফ্যান্ট রোড হয়ে মতিঝিলে চলে আসে। তিনি ২০০৬ সালে আমাকে বলেছিলেন, বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষাক্রমের প্রায় ১৫০০০ কপি নিয়ে তিনি মতিঝিল অফিসে কাজ শুরু করেছিলেন। দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, ১৯৮৪ সালে এনসিডিসি টেক্সটবুক বোর্ডের সাথে একীভূত হয়ে যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (জাশিপাবো)-এ রূপ লাভ করে তার গ্রন্থাগারে বর্তমানে আমাদের স্বাধীন দেশের প্রথম শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি দলিলের শুধু তৃতীয় খণ্ডের একটি কপি আছে, বাকি সব উধাও হয়ে গেছে!

বাংলাদেশ শিক্ষাক্রমের পিতৃ-পুরুষ এমএ জব্বার এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের আগের দিন পর্যন্ত নিজেকে শিক্ষাক্রমের নিকট সোপর্দ রেখেছেন। গত ১৪ জানুয়ারি জাশিপাবোতে অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমানের একটি সভা ছিল। এই সভায় অধ্যাপক জব্বার আমন্ত্রিত ছিলেন না; তথাপি তিনি হৃদয়ের টানে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুপুরের দিকে অসুস্থ বোধ করলে প্রাথমিক শিক্ষার পরামর্শক অধ্যাপক কফিলউদ্দিন নিজ গাড়িতে করে তাঁকে ল্যাবএইড হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অধ্যাপক এমএ জব্বার গত ১৫ জানুয়ারি শুক্রবার প্রায় ৮৫ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কষ্টের বিষয়, এ জাতি গুণীজনের যথাযথ সম্মান করে বলে মনে হয় না। দেরিতে হলেও কি আমরা জব্বার স্যারের স্মৃতিতে কিছু একটা করতে পারি না? যে জাশিপাবো ও নায়েমে জব্বার স্যারের পরিণত বয়সের কর্মজীবন কেটেছে, এর অন্তত একটির গ্রন্থাগার তাঁর নামে উৎসর্গ করলে তো শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একটা উপায় হয়!

● লেখক: শিক্ষাক্রম গবেষক এবং ওএসডি, মাউশি অধিদপ্তর
ই-মেইল: asmolla@ymail.com